যুগান্তর

11 DEC 2005

জঙ্গি তৎপরতার বিরূপ প্রভাবে মহাসঙ্কটে মাদ্রাসা শিক্ষা

মোশাহিন জাকির

চলমান ভয়াবহ জঙ্গি তৎপরতা সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। জেএমবি বা আত্মঘাতী স্কোয়াডের সদস্য হিসেবে গ্রেফতার বা অভিযুক্তদের অধিকাংশই মাদ্রাসা ছাত্র। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। কিছু কিছু মাদ্রাসা জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার খবর অভিভাবকদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রায় ১০ হাজার কওমি মাদ্রাসায় গত রমজানের পর থেকে ভর্তি মৌসুম শুরু হলেও ছাত্রভর্তি আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। আগামী জানুয়ারিতে দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে ভর্তি মৌসুম শুরু হবে। এ অবস্থায় আলিয়া মাদ্রাসায়ও অন্যান্যবারের চেয়ে ছাত্রভর্তি অনেকাংশে কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতির পাশাপাশি দেশের হেফজখানা-এতিমখানাগুলোতেও দেখা দিয়েছে ছাত্র সঙ্কট। অনেক অভিভাবক মাদ্রাসা পড়ুয়া সন্তানকে মাদ্রাসা থেকে প্রত্যাহার করে অন্যত্র ভর্তি করাচ্ছেন- এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব আবদুল মতিন বলেছেন, মাদ্রাসার ভাবমূর্তি রক্ষায় সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। না হলে এ সঙ্কট উত্তরণ কঠিন হয়ে পড়বে। দিন দিন মাদ্রাসা শিক্ষা আরও হুমকির মুখে পড়বে।

ইসলামী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমিনী এমপি বলেছেন, বোমা হামলায় জড়িত কোন কওমি মাদ্রাসার ছাত্র চিহ্নিত নয়। এটা নিছক ষড়যন্ত্র। আমরা সারাদেশের মানুষকে বোঝাচ্ছি, আমাদের পাঠ্যসূচিতে কোন গোপন জিনিস নেই। সাধারণ পাবলিকের টাকায় চলে আমাদের কওমি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসায় জঙ্গি তৈরির কোন সুযোগ নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষার চলমান সঙ্কট স্বীকার করে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ইসলাম মনি যুগান্তরকে বলেন, অল্প শিক্ষিত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্ররা যাতে জেহাদের নামে বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য দেশের আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এসব অল্পবয়সী ছেলেদের জানাতে হবে, একজন লোককে হত্যা মানে পুরো জাতিকেই হত্যা করার শামিল। পাশাপাশি যারা এসবের হোতা তাদের গ্রেফতার করে বের করতে হবে তার ইঙ্গিতে এ ধরনের হামলা। এ অবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার ভাবমূর্তি রক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাদেমুল কোরআন মডেল মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসায় হেফজ বিভাগে ছাত্র ভর্তি প্রসঙ্গে মাওলানা শাহ আলম নূর জানালেন, গত বছর ছাত্রভর্তি হয়েছিল ৩০ জন। কিন্তু এ বছর এ পর্যন্ত ভর্তি হয়েছে মাত্র ১০ জন।

মিজান-হিফজ-মক্তব বিভাগে পড়ার সুবিধা রয়েছে মিরপুরের আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায়। এ মাদ্রাসায় প্রতিবছর গড়ে ৪০-৪২ জন ছাত্র ভর্তি হলেও এবার এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে জানালেন মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা ফয়েজুর রহমান। তিনি জানালেন, অভিভাবকরা মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মাদ্রাসা থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। রাজধানীর বাইরেও মাদ্রাসাগুলোতে এবার একই চিত্র।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। প্রতিবছর এ বিশ হাজার মাদ্রাসায় প্রায় ৭-৮ লাখ ছাত্র ভর্তি হয়। মোট মাদ্রাসার মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি কওমি মাদ্রাসা। বর্তমানে ১৫-২০ লাখ ছাত্র কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। রমজানের পর থেকে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। আলিয়া মাদ্রাসায় হয় জানুয়ারি থেকে। প্রতিবছর ৪-৫ লাখ ছাত্র কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও এবার তা অনেক কমে গেছে। এ অবস্থায় আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতেও এবার ছাত্র ভর্তি আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার চলমান সঙ্কট স্বীকার করে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মহাসচিব আবদুল মতিন যুগান্তরকে আরও বলেন, রমজানের পর থেকে কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি শুরু হয়। মাদ্রাসা শিক্ষায় ধাক্কা লেগেছে। কারণ একটি মহল কওমি মাদ্রাসার গুটিকয়েক অল্পপড়ুয়া ছাত্রকে ব্যবহার করে এই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। জনগণ যখন দেখবে তার দেশের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে, তখন তার সন্তানকে আর মাদ্রাসায় দেবে না। তাই এ ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটনে বোমা হামলার যারা মূল হোতা, যারা বিভ্রান্তকারী তাদের অবশ্যই শনাক্ত করে গ্রেফতার করতে হবে। মাদ্রাসা যে জঙ্গিবাদের চারণ ভূমি নয়, ইসলামে যে জঙ্গিবাদের স্থান নেই এই বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্র এবং জনগণকে সচেতন করতে হবে।